



আমি কোনো আগন্তুক নই আহসান হাবীব



কবি পরিচিতি

আহসান হাবীব ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও মা জমিলা খাতুন। পারিবারিকভাবে আহসান হাবীব সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহের মধ্যে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে বরিশাল বিএম কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৩৬ সনে তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে যান। এ-সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার শুরু। কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঙ্গনা দান করেছে। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আর্ত মানবতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ-সন্ধান তাঁর কাব্যসাধনার প্রেরণা। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। আহসান হাবীব ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ : রাত্রিশেষ, ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, দু'হাতে দুই আদিম পাথর;
উপন্যাস : আরণ্য নীলিমা, রাণী খালের সাঁকো;
শিশু-সাহিত্য : জোছনা রাতের গল্প, ছুটির দিন দুপুরে, রেলগাড়ি বমাবম, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

ভূমিকা

‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের ‘দু’হাতে দুই আদিম পাথর’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। মানুষের সাথে তার জন্মভূমির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা তিনি এ কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবি এখানে বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক ও দেশপ্রেমের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি জন্মভূমির আপন পরিবেশের সাথে নিজেকে একীভূতভাবে দেখেছেন। দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, আর এটাই তাঁর অস্তিত্ব। কেননা মানবজীবন ও জন্মভূমি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত।



উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- গ্রাম-বাংলার জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সাথে কবির নিবিড় সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

আসমানের তারা সাক্ষী
 সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
 নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
 সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
 পুবের পুকুর, তার বাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
 মাছরাঙা আমাকে চেনে

আমি কোনো অভ্যাগত নই
 খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই
 আমি কোনো আগন্তুক নই।
 আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
 ছিলাম এখানে, আমি স্থাপনিক নিয়মে
 এখানেই থাকি আর
 এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা –
 সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
 খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
 পাখিরা আমাকে চেনে
 তারা জানে আমি কোনো আত্মীয় নই।
 কার্তিকের ধানের মঞ্জুরী সাক্ষী
 সাক্ষী তার চিরোল পাতার
 টলমল শিশির – সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
 নিশিন্দার ছায়া
 অকাল বার্ষিক্যে নত কদম আলী
 তার ক্লান্ত চোখের আঁধার –
 আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
 জমিলার মা'র
 শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
 সে আমাকে চেনে।

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
 আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
 মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
 লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
 আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।
 দু'পাশে ধানের ক্ষেত
 সরু পথ
 সামনে ধু ধু নদীর কিনার
 আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
 মুঞ্চ এক অবোধ বালক।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবোধ- অবুধ; নির্বোধ। অভ্যাগত- গৃহে এসেছে এমন ব্যক্তি; আগন্তুক; নিমন্ত্রিত অতিথি। আগন্তুক- অতিথি; অপরিচিত নবাগত ব্যক্তি। আসমান- আকাশ। চিরোল- মাঝখানে চেরা; চিরযুক্ত। জমিন- ভূমি। জমিলার মা'র ... সব চিনি- গরীব, অভাবী শ্রেণির প্রতিনিধি জমিলার মা। তাদের রান্নাঘর শূন্যই থাকে সাধারণত। কারণ রান্না করার খাদ্য উপাদান তাদের নেই। যেহেতু রান্না করা হয় না, খাবারও খাওয়া হয়ে ওঠে না। তাই থালা-বাসনও শুকনো থাকে। কবিও সেই অবস্থার কথা জানেন। দু' পাশে ধানের ক্ষেত ... আমার অস্তিত্বে গাঁথা- কবি গ্রামীণ জীবনেই বেড়ে উঠেছেন। গ্রামের মাঠ-ঘাট পথ-প্রান্তরের মতো ক্ষেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত হয়ে আছে। এরা সবাই কবির খুবই চেনা-জানা। ধানের মঞ্জরী- মঞ্জরী হলো মুকুল বা শিশু, ধানের মঞ্জরী হলো ধানের শিশু বা মুকুল। নিশিরাইত- 'নিশিথ রাত্রি'র গ্রামীণ কথ্যরূপ (গভীর রাত বোঝাতে)। নিশিন্দা- এক ধরনের গাছ। বিস্তর- প্রচুর; ঢের। ভিনদেশি- অন্য দেশের; বিদেশি। পুবেল- পূর্ব দিকের। সাক্ষী- কোনো কিছু নিজচোখে দেখেছেন এমন কেউ। স্নিগ্ধ মাটির সুবাস- মায়াবী ও আকর্ষণীয় গ্রামবাংলা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।



সারসংক্ষেপ :

কবি গ্রাম-বাংলারই সন্তান। তিনি এখানে নতুন আসা কোনো অতিথি নন। বাংলার জীবন ও প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাই তিনি এখানকার প্রকৃতিকে চেনেন। মানুষকে চেনেন। খুব সূক্ষ্মভাবে, গভীরভাবে চেনেন। তিনি নিজেও তাদের অতি পরিচিত একজন। নিজের বসতিকে ভালোভাবে চেনেন বলেই পুরো দেশকে আপন করে পেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। এদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যে, মানুষের পেশাগত কাজকর্মে, নদীর উদাত্ত প্রবাহে কবি খুঁজে পান নিজের অস্তিত্ব। তাঁর স্বপ্নও আবর্তিত হয় এসবকে ঘিরেই।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কবি আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. সারা দুপুর খ. রাত্রিশেষ গ. ছায়াহরিণ ঘ. আরণ্য নীলিমা
- 'পাখিরা আমাকে চেনে' চরণটির তাৎপর্য হচ্ছে-
ক. কবি পাখিদের চিরচেনা স্বজন খ. কবি পাখিদের অতিথি
গ. কবি অপরিচিত কেউ নন ঘ. কবি পাখিদের আত্মার আত্মীয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সব মিলে নাহি কেহ পর।
আমগাছ, জামগাছ, বাঁশবাড় যেন,
মিলে-মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।

- উদ্দীপকটি নিচের কোন কবিতাকে প্রতিফলিত করে-
ক. আমার পরিচয় খ. আমি আগন্তুক নই গ. মানুষ ঘ. বৃষ্টি
- উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ হল-
i. অন্তরঙ্গতা ii. গাঁয়ের প্রকৃতি iii. স্বজন ভাবনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- 'এখানেই' কবি কোন নিয়মে থাকেন?
ক. নাগরিকত্বসূত্রে খ. জন্মগতভাবে গ. স্বাপ্নিক নিয়মে ঘ. প্রকৃতিগতভাবে



৬. ‘তারা জানে আমি কোন আত্মীয় নই’ কথাটির মানে হচ্ছে—

ক. কবি পাখিদের চিরচেনা খ. কবি পাখিদের আত্মীয় গ. কবি পাখিদের প্রতিবেশী ঘ. কবি পাখিদের বন্ধু
নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার পূর্ববাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

৭. উদ্দীপকটির সাদৃশ্য রয়েছে যে কবিতার সঙ্গে—

ক. প্রাণ খ. পল্লিজননী গ. আমি কোনো আগন্তুক নই ঘ. মানুষ

৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ—

ক. ভাষা ও চিত্রকল্পে খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গ. জীবনবোধে ঘ. ছন্দ বিন্যাসে

সৃজনশীল প্রশ্ন :

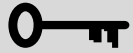
আমি বাংলায় গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই।
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন
আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে
হেঁটেছি এতটা দূর
বাংলা আমার জীবনানন্দ
বাংলা প্রাণের সুর
আমি একবার দেখি,
বারবার দেখি
দেখি বাংলার মুখ।

ক. কবি আহসান হাবীব কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন?

খ. ‘আমি এই উধাও নদীর মুখ্ এক অবোধ বালক।’ –কবি কেন একথা বলেছেন?

গ. উদ্দীপকে ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার কবি জন্মভূমিকে আপন সন্তায় অনুভব করতে চেয়েছেন।” – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি আহসান হাবীব অধুনালুপ্ত ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

খ. বাংলার প্রকৃতি, মাঠ-ঘাট, প্রান্তরের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। তিনি অবোধ বালকের মতো বাংলার প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছেন।

কবি আহসান হাবীব কৈশোরে বাংলাদেশের গ্রামীণ আবহে বেড়ে উঠেছেন। গ্রামীণ প্রকৃতির মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তরের মতো খেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। বাংলার প্রকৃতি কবিকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে, তিনি এখানকার মানুষ ও প্রকৃতিকে যেমন ভালোভাবে চেনেন, তেমনি তিনিও তাদের চিরচেনা স্বজন। তাই কবি বলেছেন, আমি এই উধাও নদীর মুখ্ এক অবোধ বালক।

গ. উদ্দীপকটিতে ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতায় প্রকাশিত কবির স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।



জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক। জন্মভূমিতে শিকড় গেড়ে মানুষ সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। এর সবকিছুই তার কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই অনুভূতি তুলনাহীন।

উদ্দীপকে একজন কবির আপন সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। এই কবি বাংলায় গান করেন এবং বাংলাতেই নিজেকে খুঁজে পান। এই বাংলাতেই বাস করে তিনি নিজের জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়ে থাকেন। ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতায় কবি আহসান হাবীবও তাঁর অস্তিত্ব নিজের জন্মভূমি বাংলায় খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তিনি এখানে কোনো আগন্তুক নন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন ঠিক তেমনি তারাও তাকে চেনে। কবি বলেছেন, গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে তাঁর জীবন বাঁধা। এটিই হচ্ছে তার অস্তিত্ব। এভাবে বলা যায়, ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’-এর কবির নিজ দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. দেশপ্রেম মানে হচ্ছে তাকে আপন সত্তায় নিজের অনুভূতিতে অনুভব করা।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এর প্রতি ভালোবাসা চিরন্তন। এই মাটিতে শিকড় গেড়েই মানুষ সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। জন্মভূমির সবকিছুই তার নিকট মনে হয় কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির প্রকৃতি ও রূপে সে মুগ্ধ হয়। এর মাটি, তার গন্ধ, তার নিকট অতি আপন। তার শরীরে লেগে থাকে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই ভালোবাসার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও অনুভূতির জগতে তা অভিন্ন রূপ ধারণ করে।

উদ্দীপকের কবি নিজেকে বাংলার মাটিতে খুঁজে পান। এর মায়াভরা পথ দিয়ে তিনি অনেক হেঁটেছেন। কবি বলেছেন, তিনি বাংলাকে চিরদিন চেনেন। বাংলায় স্বপ্ন দেখা তার চিরকালীন কামনা। বাংলা তার নিকট জীবনানন্দ। তিনি বাংলার মুখ একবার নয়, বার বার দেখতে চেয়েছেন। ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতায়ও কবি তার চিরচেনা পরিবেশ অর্থাৎ এই বাংলার জনপদে নিজের শিকড় সন্ধান করেছেন। কবি বলেছেন- পাখি, কার্তিকের ধান কিংবা শুধু শিশির নয়, তিনি এই জনপদের মানুষকেও ভালোভাবে চেনেন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন, তেমনি তারাও তাকে চেনে। এই গ্রামীণ জনপদের সঙ্গেই কবির জীবন বাঁধা।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এর সবকিছুই তার অতি আপনজন। জন্মভূমির অস্তিত্ব তার অস্তি-মজ্জায়। এভাবেই সে সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। নিজের সত্তা দিয়ে অনুভব করে। ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতায় এই অনুভবই কবি আহসান হাবীব গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের কবিও বাংলার সবকিছুকে নিজের সত্তায় অনুভব করেন। আর অনুভব করেন বলেই বাংলার প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবি এবং ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’-এর কবি জন্মভূমিকে একান্তভাবে আপন সত্তায় অনুভব করেছেন।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ভাওয়াল আমার অস্তিমজ্জা
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান
তার সে মলয় বায়, হরিণী চমকি চায়,
অচলে উছলে পড়ে গলিয়ে পাষণ;
তাহারি মধুর শ্বাসে, সুধা-সোমরস-বাসে
দেবতা ছাড়িয়া আসে নন্দন উদ্যান!

ক. কবির অস্তিত্বে গাঁথা রয়েছে কোনটি?

খ. ‘আমি কোন আগন্তুক নই।’ –বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক এবং ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার দেশপ্রেম অভিন্ন।” –বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. খ ৬. ক ৭. গ ৮. খ